হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
ক্যালকুলাসের কাণ্ড
আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

টিনটিন ■ হার্জে ■ প্রথমাংশ

ঝড় উঠেছে ক্যাপ্টেন ! শান্তির বারোটা বাজিয়ে দেবে !
বাড়ি ফেরা যাক ।

শোঁ ও ও ও ও ও

আরে... আমার...টুপি উড়ে গেল !

এঃ, ছিঁড়ে গেছে !

কড়কড়াত
বৃষ্টি নামছে !
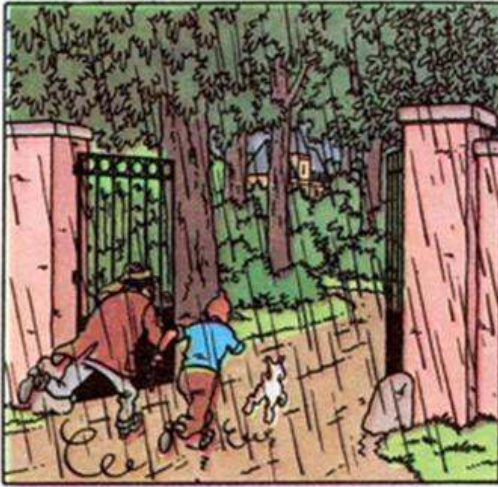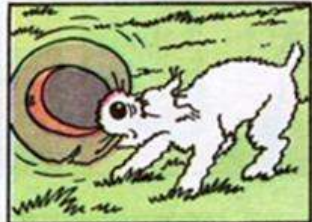
নেস্টর ছাতা নিয়ে এসেছে !

উঃ, একদম ভিজে গেছি ।

আরও-একজন দেখছি ওদের ওপরে নজর রাখছে ।

যাক্, বাঁচা গেছে !
রি রি রিং
টেলিফোন !
না না, এটা কসাইয়ের দোকান নয় ! যত্ত সব !
ক্রমাগত রং-নাম্বার হচ্ছে !
যিনি টেলিফোন করছেন, দোষ তাঁর নয়, সুতরাং তাঁর ওপরে রাগ করছ কেন ?
এবারে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক !
ক্কড়াত
ওঃ, কাছেই কোথাও বাজ পড়ল !
কিন্তু ক্যাপ্টেন...
ঝন
ঝন
ঝন
?
!
কাঁচ ভেঙেছে !
?
বাজের শব্দ হবার পর ভাঙল ! আশ্চর্য !
রি রি রিং রি রি রিং
না, না, এটা কসাইয়ের দোকান নয় । আর হ্যাঁ, শুনুন, ঝড়বৃষ্টির সময় টেলিফোন করা খুবই বিপজ্জনক !
কড়াত
গুম্ গুম্
?
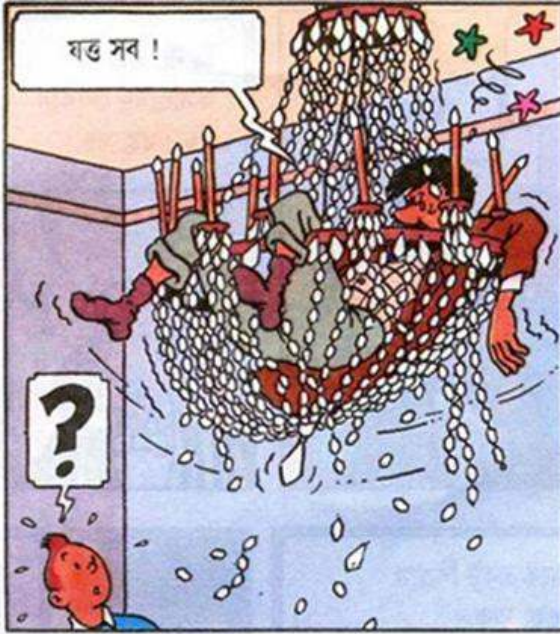
ক্যাপ্টেন কোথায় ? সর্বনাশ !
টিং
লিং
টিং
যত্ত সব !
?
মরেছিলুম আর কী !
কড়াত
টিং
লিং
টিং
যাঃ ! চিনা ভাস্টা গেল !
ভাঙল কী করে ? নিশ্চয়ই বজ্রপাতের জন্যে নয় !
কিচ্ছু বুঝতে পারছি না !
ঝনাত
আবার !...
ভো-ঔ
ফ্যাঁশ
গররর
গররর
যাঃ, দামি আয়নাটা গেল !
এবারে অবশ্য কুট্টুস ভেঙেছে !
তা কী করে বলো ক্যাপ্টেন ?
কড়াত
যাঃ ইলেকট্রিকও গেল !
দুম
দুম
দুম
এই দুর্যোগে আবার কে এল ?
দুম
দুম
দুম

দরজা কি খুলব ?
খোলো ।

যাক বাবা !
কে তুমি ? কে ?

উঃ এইভাবে কেউ ঢোকে ?
কে মশাই আপনি ?
সে এক মস্ত গপ্পো...
আলো এসেছে !

গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলুম ! ঝনাত ! উইন্ডস্ক্রিন ভাঙল ! বৃষ্টি পড়ছে ! তাই নিজেকে বললুম, "ওহে বিমার দালাল জয়লন..."
বটে ?

বললুম, "জয়লন, এখন কী করবে হে ?" এমন সময় চোখে পড়ল এই বাড়ি । ঢুকে পড়লুম ।
তা হলে বৃষ্টি ধরুক ।

বাঃ, এ তো দিব্যি জায়গা !

কাঁচ ভাঙল কে ?
বজ্রপাত !

অথচ এর জন্যে বিমা করানো ছিল না, কেমন ? ঠিক আছে । আমি যখন এসেছি, তখন বিমা করিয়ে দেব !
ধন্যবাদ ।

আমাকেও এক পাত্র দিন, একাই খাবেন না ।

আমি বেশ ফুর্তিবাজ লোক, কী বলেন ?

আমার মামা অবশ্য আমার চেয়েও ফুর্তিবাজ ! গপ্পো যা বলেন ! তা হলে শুনুন...
মরেছে !

?
?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলুম, গেলাসটা ভেঙে গেল !
এ তো দারুণ মজা !

মজার ব্যাপার ? মজার ?
মানে আপনার মুখখানা তখন যা হয়েছিল !

আমার তো মশাই মামার সেই গপ্পোটা মনে পড়ে গেল । সেই যে এক গাঁয়ে একটা লোক ছিল, আর সে খুব দুধসাবু খেত, তা একদিন...

!
!
?
ক্র্যাক

আরে, আমার গেলাসটাও তো ঠিক তোমারটার মতোই ভেঙে গেল
বেশ হয়েছে !

ওরে বাবা, এ কী ভুতুড়ে ব্যাপার !

ঝড় থেমেছে । চলি তা হলে ।

বিমার কথাটা ভুলে যেয়ো না !
খুব হয়েছে, এখন সরে পড়ো !

যাচ্ছ না কেন ? তা হলে জেনে রাখো, একমাত্র তোমার মতো লোকের অত্যাচার ছাড়া বাদবাকি সবকিছু ব্যাপারেই আমি বিমা করিয়ে রেখেছি ।

বাজে কথা বোলো না । পরের বার আমি পলিসি এনে সই করিয়ে নিয়ে যাব !

এখন চলি ।
দড়াম

ব্যাটা অতি পাজি লোক !

শান্ত হও, আগে রহস্যটার সমাধান করা দরকার ।
ঠিক বলেছ । কিন্তু...

গুড়ুম
গুলির শব্দ !
গুড়ুম
গুড়ুম

বাইরে থেকে এল !

কে যেন আসছে।
প্রোফেসর ক্যালকুলাস।

শব্দ শুনেছ ?
বৃষ্টি ? সে তো থেমে গেছে !

প্রোফেসর, আপনার টুপিটা দিন তো।

গুলির ছ্যাঁদা !
ছ্যাঁদা কীসের ?

পোকায় কেটেছে হয়তো, কিন্তু তাই বলে এত বড় ছ্যাঁদা ?

বাইরেটা একবার দেখে আসি।
দাঁড়াও, একটা টর্চ নিয়ে যাচ্ছি।

ক্যালকুলাস তো এই পথেই এসেছে !

কুট্টুস কোনও গন্ধ পেয়েছে।
ওর পিছু-পিছু চলো।

আরে, এ কী !
ভৌ !

লোকটা মরে গেছে নাকি ?
না, বেঁচে আছে।

পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।
আমিই দিচ্ছি।

কী ঝামেলা রে বাবা !

সর্বনাশ হয়েছে সার !
আবার কী হল ?

মস্ত ঝাড়লণ্ঠনটাও ভেঙে গেছে !
পরে শুনব ।

থানা ?... কী বললেন ? ...কসাইয়ের দোকান ?... না না, রং নাম্বার !

নম্বর ভুল হয়নি !

রি রি রিং
রি রি রিং

না না, এটা কসাইখানা নয় ! ধেত্তেরি !

দড়াম

থানা থেকে বলছি... কী, গুলি চলেছে ? এক্ষুনি আসছি ক্যাপ্টেন ।

আর-একটা ভাস্ ভাঙল ।
পরে শুনব ।

এসেছ ?
লোকটা জল খেতে চাইছে ।

কথা শুনে মনে হয় বিদেশি ।

এখানেই তো ছিল ।

!
আরে, লোকটা গেল কোথায় !

এটাই সেই জায়গা তো ?
নিশ্চয় । ঘাস দেখলেই বুঝবে ।

ভৌ ভৌ

ভৌভৌ

আরে
!

বেরোও ! নয়তো গুলি করব !
আমাকে মেরো না বাবারা !
আমি নিরীহ মানুষ !
সেই বিমার দালাল ! এখানে তুমি কী করছিলে ?
আমি ! লুকিয়ে ছিলুম !
আমাকে তাক করে গুলি করেছিল ।
তাই নিজেকে বললুম, "ওহে জয়লন,
বাঁচতে হলে লুকোও !"
গাড়ির শব্দ ! নিশ্চয় পুলিশ !
আপনারাই ফোন করেছিলেন ? ডাক্তার আর
অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছি । কাকে গুলি করা হয়েছে ?
এই তো, আমাকে !
আপনিই জখম হয়েছেন ?
আমি ? না তো
তবে কে জখম হয়েছে ?
তাকে তো দেখছি না !
আপনি তা হলে কে ?
আমি জয়লন । গুলি চলতেই নিজেকে আমি বললুম, "ওহে জয়লন—"
ওকে গুলি করা হয়নি ।
একটা গুলিতে ক্যালকুলাসের
টুপি ছ্যাঁদা হয়ে গেছে ।
ক্যালকুলাসটি আবার কে ?
আমার বন্ধু ! ছ্যাঁদার
মধ্যে টুপি নিয়ে...
মানে... টিনটিন তো
তাই বলল !
টিনটিনই বা কে ?
এর নাম টিনটিন ।
আরে, টিনটিন
কোথায় গেল ?
খুঁজে বার কর, কুট্টুস !

জখম লোকটা বেড়ার
এই ফাঁক দিয়ে পালিয়েছে ।

গন্ধ আর কী করে পাবি ?

এখানে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি !
তাতে উঠে সরে পড়েছে !

এমনি-এমনি কাঁচ ভাঙল ?
হ্যাঁ, সার্জেন্ট !

এই যে টিনটিন কোথায় গিয়েছিলে ?
কুট্টুস একটা গন্ধ পেয়েছিল
তবে লাভ হল না ।

চলুন, বাড়ির মধ্যে গিয়ে কথা বলা যাক ।
বড়ই গোলমেলে ব্যাপার !

পরদিন সকালে...

?

...ওরে বাবা...ওরে বাবা !

ওরে বাবা ! ওরে বাবা !
কী হয়েছে ক্যাপ্টেন ?

ওরে বাবা ! ওরে বাবা !
আগে ভাল করে মুখ ধুয়ে নাও তো !

চেঁচাচ্ছিস কেন কুট্টুস ?

ঝনাত

দেখলে তো ? এ-বাড়িতে ভূতের ভর হয়েছে !

এক ঘণ্টা বাদে
এ-বাড়িতে থাকলে আমি' পাগল হয়ে যাব ।
সত্যিই অতি গোলমেলে ব্যাপার !

ভৌ-ঔ...ঔ... ভৌ-ঔ...ঔ...
?
?

কি-ই-ই-চ

দেখা যাক, কীসের শব্দ ।

?
!
MILCO
5431 P
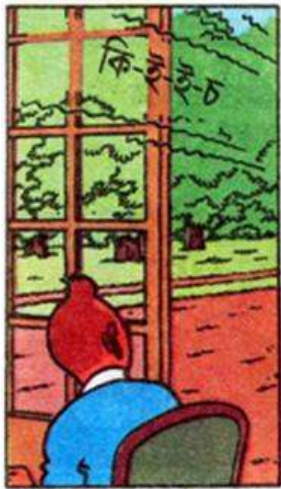
কী করে হল জানি না । এইখান দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা শব্দ হল, আর তারপরেই সব দুধের বোতল চুরমার !

জয়লনেরও তো এমনই হয়েছিল ।
আশ্চর্য !

কি-ই-ই-ই-চ
হুঁশিয়ার !

পাজি !... বুদ্ধু !... গণ্ডার !... গাধা !...
আরে, মানিকজোড় !
স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করতে এসেছি ।
হ্যাঁ, এসেছি !
বেশ, এসো !
বলা নেই, কওয়া নেই, দুধের বোতল চুরমার ! দ্যাখো ! কিছু বুঝলে ?
MILCO
কাল থেকে শুরু হয়েছে ।
আরে, ক্যালকুলাস ।
দূরে কোথাও যাচ্ছ নাকি প্রোফেসর ?
না না, দূরে যাচ্ছি ।
জেনেভায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সম্মেলনে যোগ দেব ।
আগে তো কিছু বলোনি ।
না না, জেনেভায় মাত্র দু'দিন থাকব । চলি ।
একমাত্র উনিই একটুও বিচলিত নন ।
হুম্, কিন্তু বড্ড যেন ব্যস্ত !
ওই আসছে ! ক্লোরোফর্ম তৈরি তো ?

পপ পপ
BUTCHER
E.CUTTS

আসুন প্রোফেসর,
লিফ্ট দিচ্ছি !

যাঃ, একটুর জন্য
ফশকে গেল !

ইতিমধ্যে...
ব্যস, এই-হচ্ছে ব্যাপার ।
কিছু বুঝলে ?
ভেবে দেখতে হবে ।

একটা অনুরোধ ।
ব্যাপারটা সবাইকে
বলে বেড়িয়ো না
নয়তো ভিড়
জমে যাবে ।

আরে, আমরা কাউকে
কিচ্ছু বলব না ।
কাউকে না ।
ধন্যবাদ ।

পরদিন সকালে...
LONDON MAGAZINE
THE MYSTERY OF MOULINSART
IL POPOLO
GRANDE PANICA
IGNOR HADDOC
LIBERATION DIMAN
LES HABITANTS DU MYSTÉRIE
EN PERDENT LE SOMMEIL
De notre envoyé spécial
ETIT SUISSE
ERE DU VERRE BRISÉ
Un rayon mystér
est-il la cause de
extraordinaires év
ments ? C'est ce
opriété
fameux
apitaine
re brisé
Hamburger Tage
WAS IST LOS
IN MOULINSART?
unserem Berich

ভুতুড়ে বাড়ি
A.TORTICOLLI
TV

যাব্বাবা, আমাদের বাড়ির সামনে দেখছি দিব্যি বাজার বসে গেছে !

কিন্তু বাড়িটা ভুতুড়ে নয় !
তার মানে ?

মানে, আমি একবার ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাই । চাবি আছে ?
তা আছে, কিন্তু...

দ্যাখো ক্যাপ্টেন, ক্যালকুলাস এখান থেকে বিদায় নেবার পরে যে আর কাঁচ ভাঙেনি সেটা খেয়াল করেছ ?

তুমি কি বলতে চাও, কাঁচ ভাঙার মূলে রয়েছে ক্যালকুলাস ?

এসো, ল্যাবরেটরিতে ঢোকা যাক ।
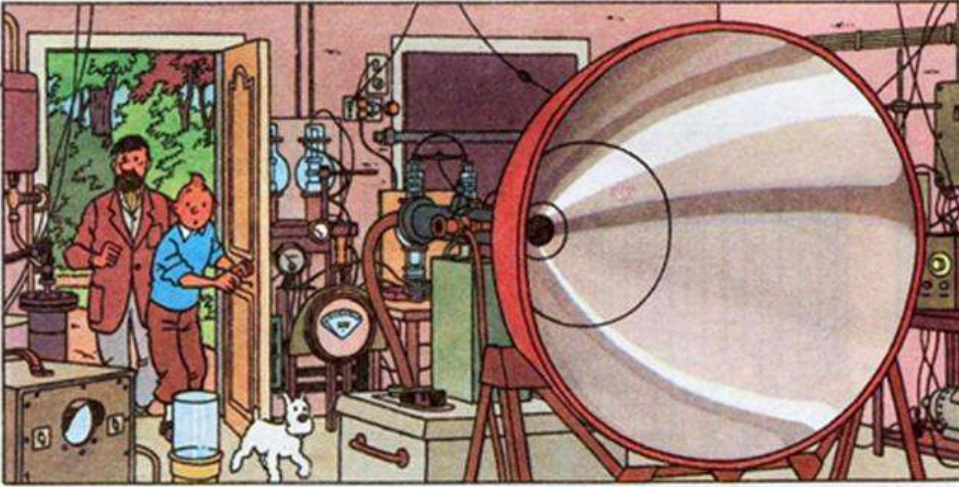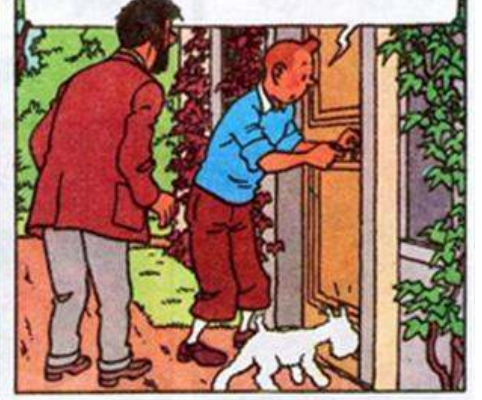
কীসের গন্ধ ?
?

ক্যাপ্টেন, একটা গন্ধ পাচ্ছ ?
হুম্ !

তামাকের গন্ধ !
কিন্তু ক্যালকুলাস ধূমপান করেন না ।

ঠিক বলেছ !

আটকাও ক্যাপ্টেন !
এই যে চাঁদু !
ধুত্ ! পালিয়েছে !
আরে,
এগুলি কী ?
দ্যাখো, লোকটার
পকেট থেকে এগুলি
পড়ে গেছে !
МАЗЕДОНИА
20
20
সিগারেটের প্যাকেট !
আর গাড়ির চাবি !
আর জানো, লোকটার
গায়ে ভীষণ জোর !
নইলে...
আহা !
এখন দ্যাখো, এগুলি কী !
কাঁচের টুকরো ! ও ওই ব্যাপার
হ্যান্ডস্ আপ্ !
?
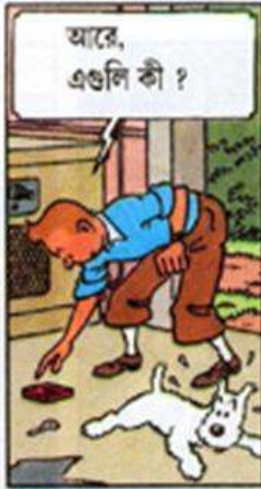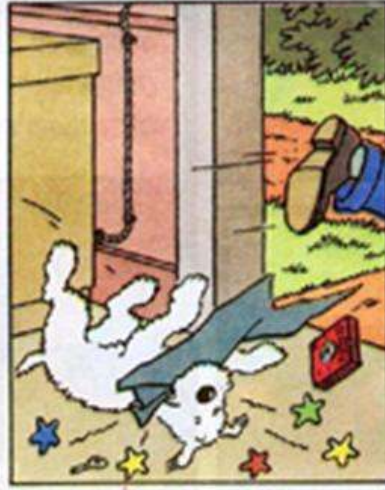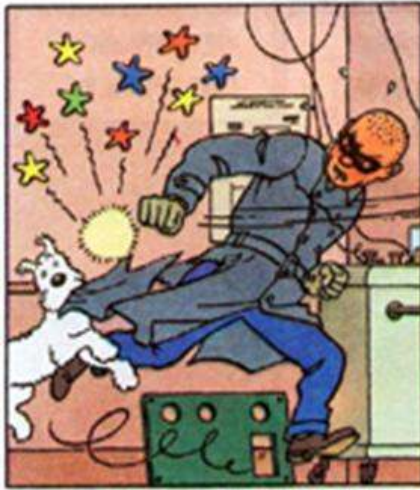
দারুণ বোকা বানিয়েছি তোমাদের !

এ-সব ইয়ার্কির মানে কী ?
হা হা, হ্যান্ডস্ আপ্ বললেই সবাই ঘাবড়ে যায় !

নাও, এবারে বিমার এই পলিসিতে সই করো !
!

সিগারেটের প্যাকেটে পেন্সিল দিয়ে কী লেখা রয়েছে দ্যাখো !
কী লিখেছে ?

Geneva
Hotel Cornavin
আরে, ক্যালকুলাস তো জেনেভায় গেলে ওই হোটেলেই থাকে !
ঠিক বলেছ !

আমার ধারণা প্রোফেসর সেখানে বিপদে পড়েছেন । আমার যাওয়া দরকার ।
আরে, কাগজটা গেল কোথায় ?

একা যাবে কেন ? আমিও যাব ।
ঠিক আছে !
পেয়েছি !

চলো জেনেভা !

সেই দিনই...
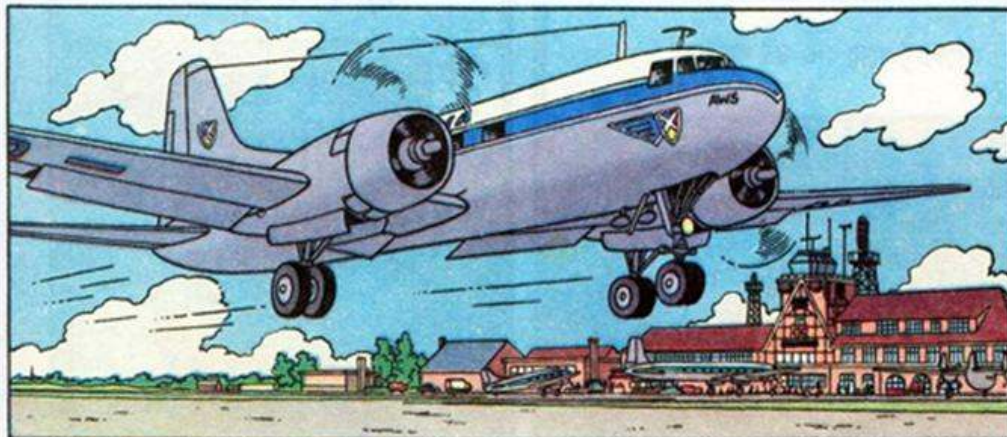
হোটেল কর্নাভিন ?... হের স্যংকফকে দিন...হেল্লো স্তেফান ? ... হ্যাঁ, আমি ! শোনো, ওর বন্ধুরা এইমাত্র জেনেভা রওনা হল !

জেনেভার বিমানবন্দর... বিকেল সাড়ে তিনটে...
SABENA

ওদের দেখতে পেলে আমরা কর্নাভিন স্টেশনে সুইস-এয়ারের বাস-টার্মিনালে গিয়ে অপেক্ষা করব।

SWISSAIR
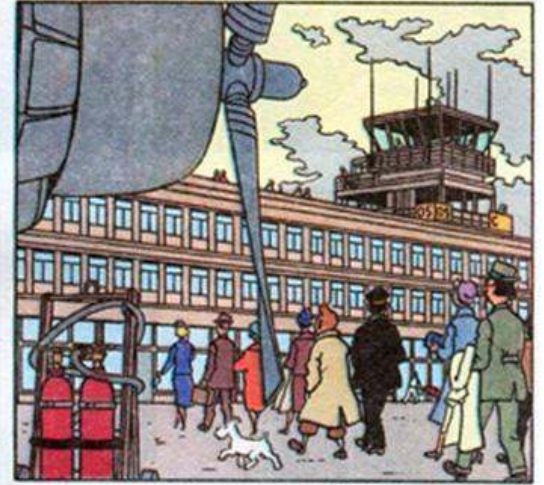
পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসে...কর্নাভিন স্টেশনে...
CFF
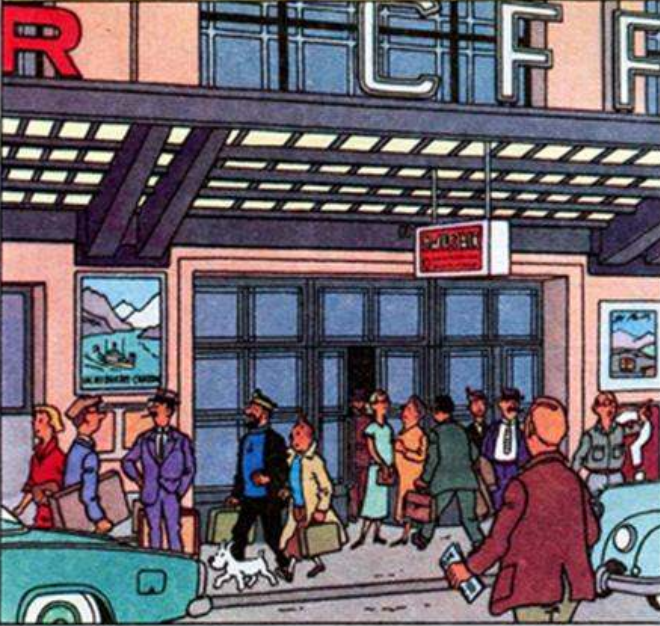
ওই আসছে...আচমকা ধাক্কা মারো...রাগিয়ে দাও... সময় নষ্ট করো।
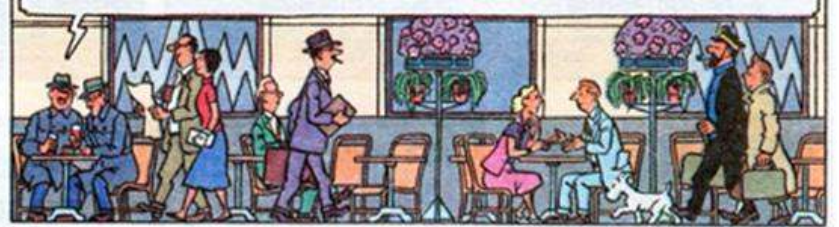
যাচ্চলে ! পুলিশ !
পুলিশকেই বরং জিজ্ঞেস করি !

রাস্তা পেরোলেই হোটেল কর্নাভিন
ধন্যবাদ।

HOTEL
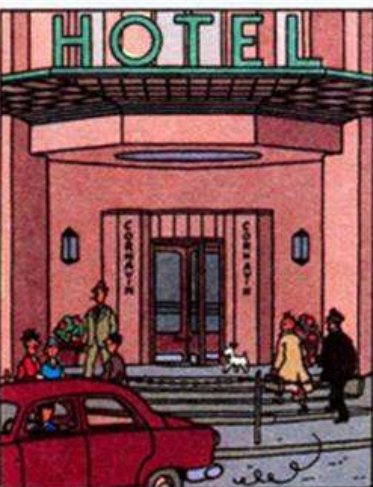
প্রোফেসর, ক্যালকুলাস এখানে উঠেছেন ?
হ্যাঁ। বোর্ডে যখন চাবি নেই, ঘরেই আছেন।

ফোন করে বলুন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক আর টিনটিন এসেছে।
বলছি।

?
?
কী ব্যাপার !

সাড়া দিচ্ছেন না !
আশ্চর্য ব্যাপার !
কানে কম শোনেন
ঘরের নম্বর কত ?

চারতলায় ১২২ নম্বর ঘর ।
আমাদের মালপত্র
এখানে রইল ।

LIFT
LIFT
চারতলা ।
চলুন ।

LIFT
LIFT

LIFT
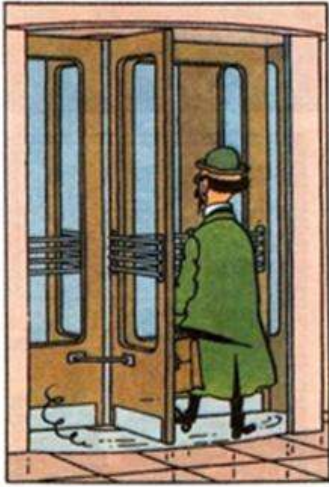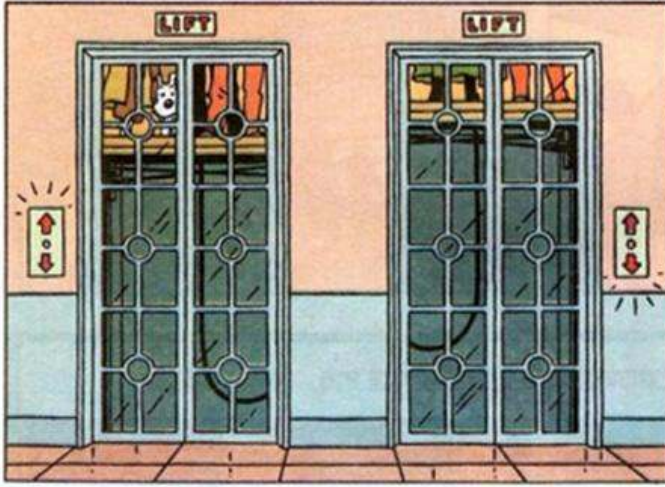
যতই কালা হোন,
এই ধাক্কার শব্দ
শোনা উচিত ।

আমার ধারণা,
প্রোফেসর ঘরে নেই ।

ঘরে না-থাকলে চাবিটা নিশ্চয় রেখে যেতেন ।
!

ওই তো তাঁর ঘরের চাবি !
122

ঠিক । মনে হচ্ছে, তিনি বেরিয়ে যাবার
সময়ে আমি দেখতে পাইনি ।
কোথায় যেতে পারেন ?

নিয়নে যাবার ট্রেনের সময়
জিজ্ঞেস করেছিলেন । তা
ট্রেন তো চারটে
চল্লিশে । স্টেশনে গেলে
ধরতে পারবেন ।
ধন্যবাদ ।

ওই আসছে ওরা ।
ট্রেন ছাড়তে আর
সাত মিনিট ।

VOYAGES

আপনি কি
অন্ধ নাকি ?

কী বললেন, আমি অন্ধ ?
হাঁটার কায়দা দেখে
তাই তো মনে হয় !
ক্যাপ্টেন !

সময় থাকলে মজা দেখিয়ে দিতুম ।
আরে, যান যান
মশাই ।
ক্যাপ্টেন,
সময় নেই ।

যা, তোকে ছেড়ে দিলুম ।
আরে, যা যা !

নেহাত ট্রেন ধরতে
যাচ্ছি, তাই...

!

যাচ্ছলে, মনে ছিল না এটা
রিভলভিং ডোর !

তাড়াতাড়ি চলো !
ওই পাজিটা
লেঙ্গি না মারলে...

নিয়নের ট্রেন এইমাত্র ছেড়ে গেল !

ফিরে গিয়ে ওই পাজিটাকে শিক্ষা দিতে হবে !
চলো, ফিরে যাই ।

ওকে খুব পিটব !
না না, অন্য কাজ আছে ।

প্রোফেসর ক্যালকুলাস কাউকে ফোন করেছিলেন কি না ? দাঁড়ান, দেখছি ।

হ্যালো সুইচবোর্ড...কী বলছ ? ...নিয়নে ৯৫১০৩ নম্বরে দু'বার ফোন করেছিলেন ? ... ঠিক আছে ।
নিয়ন ৯৫১০৩ ।

হ্যালো এনকোয়ারি... নিয়ন ৯৫১০৩ যাঁর টেলিফোন নম্বর, তাঁর নাম-ঠিকানা চাই । ... ঠিক আছে, ধরে আছি ।

তোপোলিনো আলফ্রেদো... ৫৭.এ রু দ্য সাঁসাক ...ধন্যবাদ

নিয়নে যাবেন ?
নিশ্চয় ।
TAXI

STE A Filtra

প্রোফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাকে দেখেছিলুম, এবং যে তোমাকে লেঙ্গি মেরেছিল, তাদের বর্ষাতি একেবারে একইরকম ।
বলো কী !

এগিয়ে যাও স্তেফান !
TAXI
VD 6539
GE 7051

ডাইনে ঘুরিয়ে, পথ আটকে দাও !

ক্রি-ই-ই-চ্ !
?
TAXI
GE 7051

সর্বনাশ ! ...ট্যাক্সির চাকা পিছলে গেছে !
বাঁচাও ! বাঁচাও !

একজন ওই উঠছে !
বাচ্চাও আছে !
ড্রাইভার ? কুট্টুস ?
কিচ্ছু জানি না !
ব্লাব ব্লাব
কুট্টুস কোথায় ?
?
কী জানি !
!
ব্লাব
ব্লাব
ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ
ব্যাটা পাজি !
আমি সব দেখেছি ! ইচ্ছে করেই ওই গাড়িটা তোমাদের গাড়িকে জলের ধারে ঠেসে ধরেছিল !
ড্রাইভারের জ্ঞান ফিরেছে !
একটা অনুরোধ, আপনারা কি কেউ দয়া করে আমাদের নিয়নে পৌঁছে দেবেন ?
আধ ঘণ্টা বাদে...
Nyon
এই হচ্ছে নিয়ন । টানেলের ভিতর দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে যান ।
ধন্যবাদ ।
এই রাস্তা ।
আরে, ওরা এসে গেছে ! গাড়ি চাপা দাও !

সরে যাও !
VD-6539

এই গাড়িটাই আমাদের
জলে ঠেলে ফেলেছিল !

পাজি ! উল্লুক !
হিপোপটেমাস !

তাড়াতাড়ি হাঁটো
ক্যাপ্টেন !

এই বাড়ি !

রিরিরিং

সাড়া নেই !
?

কিছু শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি !
তুমিও শোনো !

ঝন ঝন

লোহার শব্দ !

হ্যাঁ, তা-ই !
আশ্চর্য !
বাড়ির পিছনটা
একবার দেখে আসি !

আর-একবার বেল
বাজিয়ে দেখি !
রিরিরিরিরিং

টিনটিন !
টিনটিন !

কে যেন আসছে !

?

ঢুকে পড়ো। খিড়কি দিয়ে
ঢুকে আমি দরজা খুলেছি!

শশশ্!
শোনো!
কী শুনব?

ভৌ! ভৌ!
!

আরে, ক্যালকুলাসের
ছাতা! অর্থাৎ তিনি
এখানে এসেছিলেন!

কে জানে, এখনও
হয়তো আছেন!

কেউ নেই!
ওটা কী?

একটা বোতল, দুটো গ্লাস।

বইখানা একবার দ্যাখো!
কী করে দেখব।
দাঁড়াও,
আলো জ্বালি।

যাক, আলো জ্বলেছে!
এ তো বড়
আশ্চর্য ব্যাপার!

182 SUMMARY OF MORE IMPORTANT DEVELOPMENT WO
Fig. 69. SOUND USED AS A WEAPON by means of large parabolic pro-
jectors. Research conducted near Lofer, Germany, under the auspices of the
Speer Ministry

ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরিতে
এই যন্ত্রটাই দেখেছিলাম!
কীসের বই?

German
Research
in
World War II
Leslie E. Simon

ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা আমি
আন্দাজ করেছি!

হা হা হা! কে এখন
তোমাকে বাঁচাবে?

সিংহের মুখে তুমি মাথা ঢুকিয়েছ ! হা হা হা !
রেডিও !

আলো জ্বালার সময় রেডিওটাও চালিয়ে দিয়েছিলে !
চেঁচিয়ে কোনও লাভ হবে না !

আরে, সেই সিগারেট !
কীসের সিগারেট ?

বুঝতে পারছ না ?

ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরিতেও এই সিগারেট ছিল !
তাই তো !

ঢং
ঢং
সেই শব্দ !

হিটিং পাইপে কেউ কিছু ঠুকছে ! সেলারটা দেখে আসি !

নিঃশব্দে এসো !

ঢং
ঢং

শ্‌শ্‌শ্‌ !

যাচ্ছলে, ছাতাটা নিতেই ভুলে গেল ওরা !

দড়াম
ঢং
ঝন্‌ঝন্‌

ঢং
ঝন্
ঢং
ঢং ঢং
শ্‌শ্‌শ্‌ !
?
ঢং
ঢং
কে আপনি ?
কেন, আমি তো প্রোফেসর তোপোলিনো !
আমাকে মারধোর করে এখানে আটকে রাখা হয়েছে ! ওই পাজি ক্যালকুলাসকে পেলে আমি মজা দেখিয়ে দেব ।
ক্যালকুলাস পাজি ?
একশোবার পাজি ! অতি নচ্ছার !
স্যার, তিনি আমাদের বন্ধু !
তবে আর কী, আমার মাথা কিনেছ ! কিন্তু আমার বাড়িতে ঢুকে তোমরা করছটা কী ?
সব বলব । আগে আপনি ওপরে চলুন ।
পনেরো মিনিট বাদে...
গত বিষ্যুতবার প্রথম জানলার কাঁচ আর গেলাস ভাঙে !
ভাবুন একবার, হাতে গেলাস ধরে আছেন...
দাঁড়াও ক্যাপ্টেন ... সেইদিনই বাগানে গুলি চলে ... জখম একটা লোক পালিয়ে যায়... পরদিন ক্যালকুলাস জেনেভা রওনা হন । বাস্, কাঁচ ভাঙাও অমনি বন্ধ ।
তার পরদিন ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরি থেকে একটা লোক পালায় । ফেলে যায় সিগারেটের প্যাকেট । তাতে লেখা, জেনেভা, হোটেল কর্নাভিন । বাস্, আমরাও জেনেভা চলে আসি ।
একেবারে তক্ষুনি । পত্রপাঠ
হোটেল কর্নাভিনে একটা লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধে । জেনেভার পথে আমাদের জলে ফেলে দেওয়া হয় ।
এ অতি চমৎকার পানীয় ।
এখানেও সেই গাড়িটা আমাদের চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল ।
বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, স্যার !
সিগারেটের এই ব্র্যান্ডটা আপনার চেনা ?
এ তো বরিস খায় !
বটে ?

কে বরিস ?
আমার ভৃত্য । এই সিগারেট সে বর্ডুরিয়া থেকে আনায় ।
বরিস বর্ডুরিয়ার লোক ? কোথায় সে ?
মায়ের অসুখ, এই তার পেয়ে কাল সে দেশে চলে গেছে ।
দিব্যি জিনিস !
ও, এই ব্যাপার ! এবারে আপনার কথা বলুন, প্রোফেসর ।
মাসখানেক আগে ক্যালকুলাসের প্রথম চিঠি পাই ।
দারুণ স্বাদ !
আলট্রাসোনিক্সের ক্ষেত্রে সে নাকি দারুণ একটা আবিষ্কার করতে চলেছে । এ ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ, তাই আমার পরামর্শ চায় ।
কিন্তু আবিষ্কারের ফল দেখে ভয় পেয়ে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় । আজই তার আসবার কথা ।
এই বোতলটা তাঁরই জন্যে ?
বিলক্ষণ । তা আপনিই ওটা খেয়ে নিন । হ্যাঁ, ক্যালকুলাস এল, কথাবার্তাও হতে লাগল । তারপর...
মাথা নিচু করে কাগজপত্র দেখছি, অমনি আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে হাত-পা বেঁধে এই সেলারে ফেলে দিয়ে সে হাওয়া !
বুঝেছি !
এই যাঃ !
দিলে তো ফেলে !
এঁকে চেনেন ?
না । কে ইনি ?
ইনিই ক্যালকুলাস ! সুতরাং ক্যালকুলাস আপনাকে মারেননি ! মেরেছে জাল-ক্যালকুলাস ! আসল ক্যালকুলাস ইতিমধ্যে পৌঁছে যান !
বোমাটা ফাটছে না কেন ?
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফাটবে !
ক্যালকুলাস এসেছিলেন, তার প্রমাণ ওই ছাতা ! জাল-ক্যালকুলাস তাঁকে বলে যে, সে-ই হচ্ছে বিজ্ঞানী তোপোলিনো...
বুঝুন ব্যাপার ।
ওরে বাবা, এ তো ভীষণ ষড়যন্ত্র !
বুম
বোমা ফেটেছে ! সবাই মরবে !

পরদিন সকালে...

অধ্যাপক তোপোলিনোকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বোমার টুকরো পাওয়া গেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, এর পিছনে রয়েছে মারাত্মক ষড়যন্ত্র। দু'জন পথচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে : ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে আজ সকালে তাদের হাজির করা হবে। বিজ্ঞানী তোপোলিনো নির্বিরোধ মানুষ। তাঁর মতন জ্ঞানতপস্বীকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল কারা, সকলের মুখেই এখন এই প্রশ্ন। বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এর চেয়ে নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

ভিতরে এসো !
এসেছি !

তোমাদের বিবৃতি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তোমরা সত্যি কথাই বলেছ । সুতরাং তোমাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ।
আসলে, হুজুর, আমাদের পরিচয়পত্র হারিয়ে না-গেলে এসব গণ্ডগোল ঘটতই না ।

আমরা এখন ছদ্মবেশে আমাদের দুই বন্ধু টিনটিন আর হ্যাডককে খুঁজছি ।
তাঁরা হাসপাতালে রয়েছেন ।

খানিক বাদে...
টিনটিন আর হ্যাডক ? তাঁরা তো একটু বাদেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন । আসুন ।

মেঝেটা কীরকম মসৃণ দেখেছ ?

বাবা রে !
?

একটা লোককে ধরেছিলাম ! সে সিলডাভিয়ার লোক । সে কিন্তু পালিয়েছে ! জেরার উত্তরে বলেছিল যে, সে নির্দোষ !
নির্দোষ নয় । কিন্তু পালিয়েই যখন গেছে, তখন আর কী করা ! আমরা থানায় চললুম ।

ক্যালকুলাস এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছেন, যার সাহায্যে দূর থেকে কাঁচ ভাঙা যায় । কে জানে, এ দিয়ে অনেক দূর থেকে হয়তো ঘরবাড়িও ভাঙা যাবে ! তোপোলিনোকে চিঠি লিখে ক্যালকুলাস এই যন্ত্রের কথা জানিয়েছিলেন ।

তোপোলিনোর ভৃত্য বর্ডুরিয়ার লোক । নিজের দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে সে এই চিঠির কথা জানায় । সিলডাভিয়ার গুপ্তচররা ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে মার্লিন-স্পাইকে লোক পাঠিয়েছিল । বর্ডুরিয়ার গুপ্তচর তাকে গুলি করে ।

ইতিমধ্যে ক্যালকুলাস আসেন জেনেভায় । তাঁকে খুঁজে বার করাটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ ।

কিন্তু তিনি যে কোথায় রয়েছেন, কে জানে !
CD

গাড়ি থেকে জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারল ! কী অসাবধান !

'সি. ডি.' প্লেট লাগানো রয়েছে । অর্থাৎ বিদেশি দূতাবাসের গাড়ি !
আরে !

সেই একই ব্র্যান্ডের সিগারেট !
আরে, তাই তো !

সম্ভবত বর্ডুরিয়া দূতাবাসের গাড়ি । দূতাবাসটা কোথায়, নিয়নে ফিরে টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখলেই সেটা জানা যাবে ।

এই তো, ল্যে সাইন্‌স রোল্‌ ।
নিয়ন থেকে মাত্র কয়েক মাইল ।

বিকেলে গিয়ে জায়গাটা দেখে আসব । রাত্রে শুরু হবে কাজ ।

সেই রাত্তিরে...
বড্ড মশা !
ফুশ
ফুশ

ভীষণ জ্বালাচ্ছে !
ফুশ
ফুশ

ভাগ্যিস এটা এনেছিলাম !

শব্দ কোরো না, ক্যাপ্টেন !
ফুশ
ফুশ

পনপন পনপন পনপন
আর একটু স্প্রে করি !
ফুশ

গোঁওওওও
মস্ত একটা মশা আসছে ! কী ডাক !
ফুশ

আরে !

হেলিকপ্টার ! দূতাবাসের লনে নামছে !

কারা আসছে দ্যাখো !

মাঝখানের লোকটি ক্যালকুলাস ! ওঁকে হেলিকপ্টারে তুলে পাচার করবে !

আরে, এরা আবার কারা !

দ্বিতীয় দল এসেছে, ক্যালকুলাসকে ছিনিয়ে নিতে !
অ্যাঁ, বলো কী !

কে বন্ধু, কে শত্রু, চেনা শক্ত !
দুই দলই শত্রু !

এ তো মহা মুশকিল হল !
আরে, টিনটিন !

চলা আও !

ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরিতে এই লোকটাই আমাকে ঘুসি মেরেছিল !

এসো ক্যাপ্টেন
কুইক মার্চ !

ব্যাটা পাজি !
ফুউউশ

ছাতা কোথায় ! আমার ছাতা !

আমার ছাতা !
ক্যাপ্টেন এখনও আসেনি !

আসছি !

টিনটিনকে ওরা জখম করে পালিয়েছে !

পাজি ! গণ্ডার ! হিপোপটেমাস !

এখানে থাকা নিরাপদ নয় !
অন্য দল এসে পড়বে !

লুকিয়ে পড়ো !

ওই ওরা ! এই ফাঁকে...

প্রোফেসরকে নিয়ে
সিলডাভিয়ানরা সরে পড়েছে !

হেলিকপ্টারে ওদের
পিছু নেওয়া যাক !
ঠিক বলেছ !

F-VRDC

হেলিকপ্টার না-পেয়ে ওরা
পাগল হয়ে যাবে !

ওরা ফ্রান্সের দিকে যাচ্ছে !
F-VRDC

ধেত্, এর
মধ্যেও মশা !
ওদের হেলিকপ্টার
আমাদের পিছু নিয়েছে !

মশা ! নাকে
হুল ফুটিয়েছে !

ফুউউশ

হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !

হ্যাঁচ্চো... হ্যাঁচ্চো...হ্যাঁচ্চো !
F-VRDC
গুলি চালাও !

গুণ্ডারগুলো গুলি চালাচ্ছে !
আরও ওপরে ওঠা যাক !

ক্যাপ্টেন ! বেতারে খবর দাও !

হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...পুলিশ... হ্যাল্লো পুলিশ !

কে তোমরা ! পরিচয় দাও ! আমি তোমাদের কথা শুনছি !
শুনেছে !

হ্যাল্লো এস. বি. থ্রি ওয়ান... আমি ক্যাপ্টেন হ্যাডক !

সে কী ! তুমি হ্যাডক ? হাহা !
আমি জয়লন...বিমার দালাল...মনে পড়ে ! তা জানো, আমার খুড়ো আনাতোল বলতেন...

দ্যাখো জয়লন, রসিকতা ছেড়ে পুলিশকে খবর দাও...বলো যে, আমরা একটা হেলিকপ্টারে করে জেনেভা হ্রদের উপর দিয়ে উড়ছি । নীচে স্পিড-বোট, তাতে আছেন প্রোফেসর ক্যালকুলাস । তিনি বন্দি...
F-VRDC

হাহাহা ! গুণ্ডার গপ্পো ফেঁদে আমাকে বোকা বানাবে ! আসলে, কোত্থেকে কথা বলছ বলো তো দেখি ? আর হ্যাঁ, বিমার কী হল ?

সত্যি বিপদে পড়েছি ! ফরাসি আর সুইস পুলিশকে খবর দাও !
হাহাহা ! আবার মিছে কথা ? এর পরে বলবে, মহারানিকে খবর দাও !
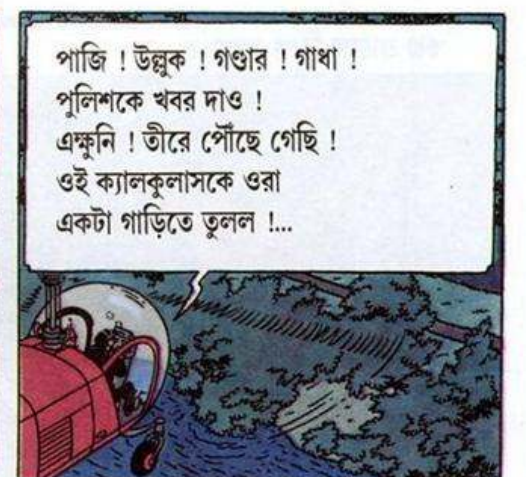
পাজি ! উল্লুক ! গুণ্ডার ! গাধা ! পুলিশকে খবর দাও ! এক্ষুনি ! তীরে পৌঁছে গেছি ! ওই ক্যালকুলাসকে ওরা একটা গাড়িতে তুলল !...

গাড়ি ছুটছে ! লঞ্চ ফিরে যাচ্ছে !

এ যে দেখছি বেতারের ধারাভাষ্য লাগিয়ে দিলে হে !

জয়লন, আমরা এখন হেলিকপ্টারে করে গাড়িটার পিছু নিয়েছি...ঈশ্বরের দোহাই, পুলিশকে জানাও...
F-VRDC

আরে, একী ! সর্বনাশ !

বিদ্যুতের খুঁটি !
আর একটু হলেই ধাক্কা লাগত !
জোর বেঁচেছি !
প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার আকাশে উঠলুম !
F-VRDC
আরে ক্যাপ্টেন, এখনও ধারাভাষ্য চালিয়ে যাচ্ছ ?
পাজি ! উল্লুক ! যা বলছি, করো ! পুলিশে খবর দাও !
লাভ নেই ক্যাপ্টেন ! যা-ই বলো, ও বিশ্বাস করবে না । এদিকে পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে । নামতেই হবে ! দেখি, গাড়িটার সামনে...
...নামা যায় কি না !
F-VRDC
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ক্র্যাক
!
!
?
F-VRDC
আবার উড়লুম !
F-VRDC
এবারে নামব !
নেমেছি !
ওই সেই গাড়ি !
D 25
CERVENS
5,2 Km.

বেরিয়ে গেল ! এখন কী করব ?
ক্যালকুলাস ওদের সঙ্গে রয়েছেন !
তাই তো !
রাস্তাটা আগে সাফ করা যাক !
তারপরে হাঁটতে থাকি !
দেখি, লিফ্‌ট পাওয়া যায় কি না !
পাজি ! উল্লুক ! গণ্ডার ! গাধা !
কী কাণ্ড বলো তো ! হাত দেখালেও কেউ গাড়ি থামায় না ! দেশটা একেবারে বর্বর হয়ে গেল !
ওই আসছে !
জন্তু ! স্বৈরাচারী ! মুনাফাখোর ! ভ্যাগাবণ্ড !
আইন থাকা উচিত, যাতে এরা থামতে বাধ্য হয় !
আর-একটা গাড়ি !
এটাও থামবে না !
থেমেছে
ক্রি-ই-ই-ই-চ
আছে, এখনও কিছু ভদ্রলোক আছে !
টিনটিন ! দাঁড়াও ! থামো !
?
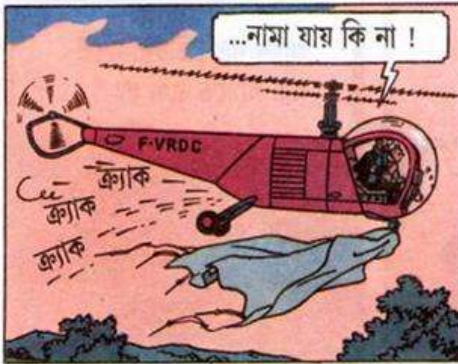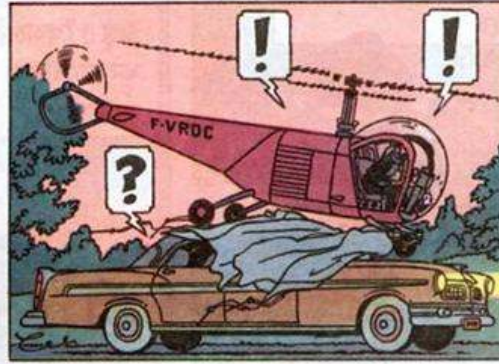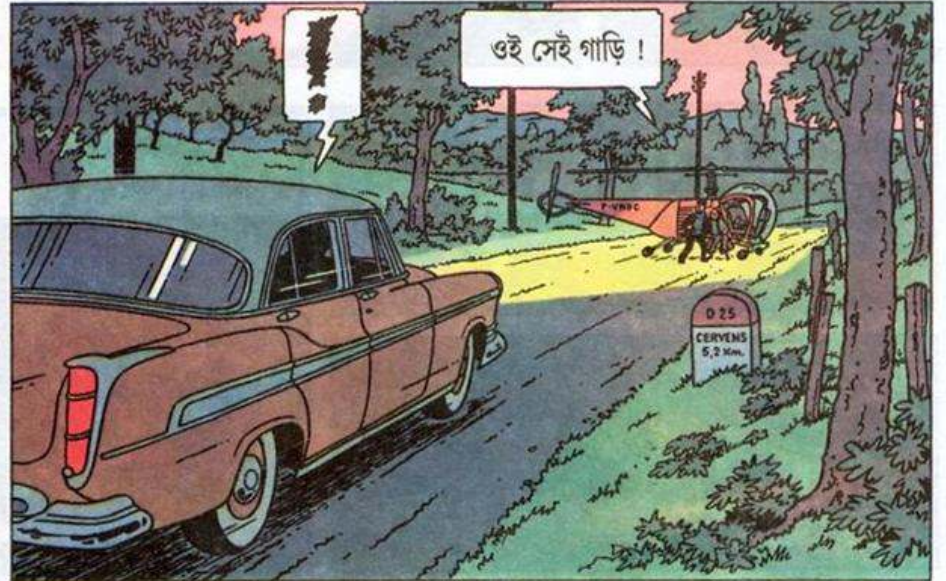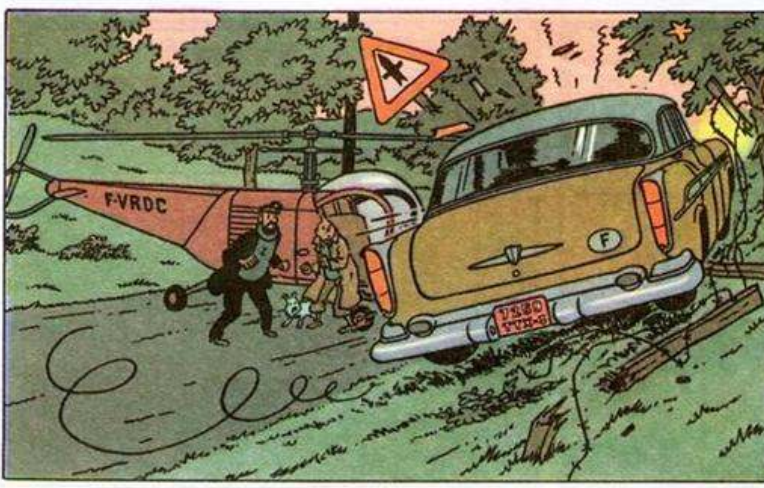
লুকোও !

এসো, শুয়ে পড়ো !

এখানে শোব কেন ?

ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন ?
সিট্রোয়েন-গাড়িটা চিনতে পারলে না ? গুলি চালাবে !

ধুর ! সেটায় ছিল অন্য দেশের নাম্বার-প্লেট !
ঠিক জানো !

নিশ্চয় ! শিগ্‌গির এসো ! গাড়িটা চলে না যায় !

সত্যি বলছি, দুজন লোক হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলেছিল !
ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাও । চশমার পাওয়ার নিশ্চয় বেড়েছে ।

তুমি তো একদম ভিজে গেছ !
রোদ্দুরে শুকিয়ে যাবে ।

রোদ্দুর কোথায় ! বৃষ্টি নামল যে !

একটা ছাতা থাকলে হত !

আরে, ছাতা তো রয়েছে !

?

ক্যালকুলাস এখন কী করছেন কে জানে !

যাক, তামাকের দোকান পাওয়া গেছে !

এক্ষুনি আসছি । তুমি হাঁটতে থাকো ।

দড়াম
বাঁচাও !

সর্বনাশ ! ক্যাপ্টেন চাপা পড়েছে !

দস্যু !...স্টিম-রোলার !... লুঠেরা !...এই স্পিডে কেউ গাড়ি চালায় ! তুমি কি শব্দের চেয়েও জোরে ছুটতে চাও নাকি হে ?

গণ্ডার ! ডাইনোসরাস !
আরে, গাড়ির কাঁচে থুথু ছেটাচ্ছেন কেন ?

সবান-জলের সুইচ টিপছি !

হল ?

আমাদের বন্ধু ক্যালকুলাস ডাকাতের হাতে বন্দি । আমরা তাদের পিছু নিয়েছি । আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ?
ডাকাত ?...নিশ্চয় । ...উঠে পড়ুন !

লাগেনি তো ?
না ।

ভুড়ুড়ুম
দড়াম ।

বাবারে ! স্টার্ট দিয়েই কেউ এত জোরে গাড়ি চালায় !
হাহা !

ইতালির গাড়ি, ইতালির ড্রাইভার ! হুঁহুঁ বাবা, ডাকাতদের আজ আর নিস্তার নেই !
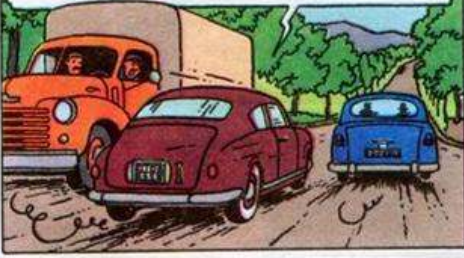
ওরে বাবা, এ যে পাগলের পাল্লায় পড়েছি !

বেরিয়ে গিয়েছি !

আজ আবার হাটের দিন ! যত্ত সব !

পুলিশ !

ক্রি ই ই ই চ

এত জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে আপনার জরিমানা হবে ! নাম বলুন !

আর্তুরো বেনেদেতো গিওভানি গিসেপ্পি
পিয়েত্রো আর্কেঞ্জেলো আলফ্রেদো
কার্তোফোলি দ্য মিলানো

ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি...

হুউউশ

অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, তাই স্পিড বাড়াচ্ছি !
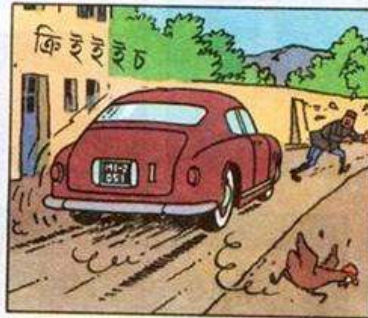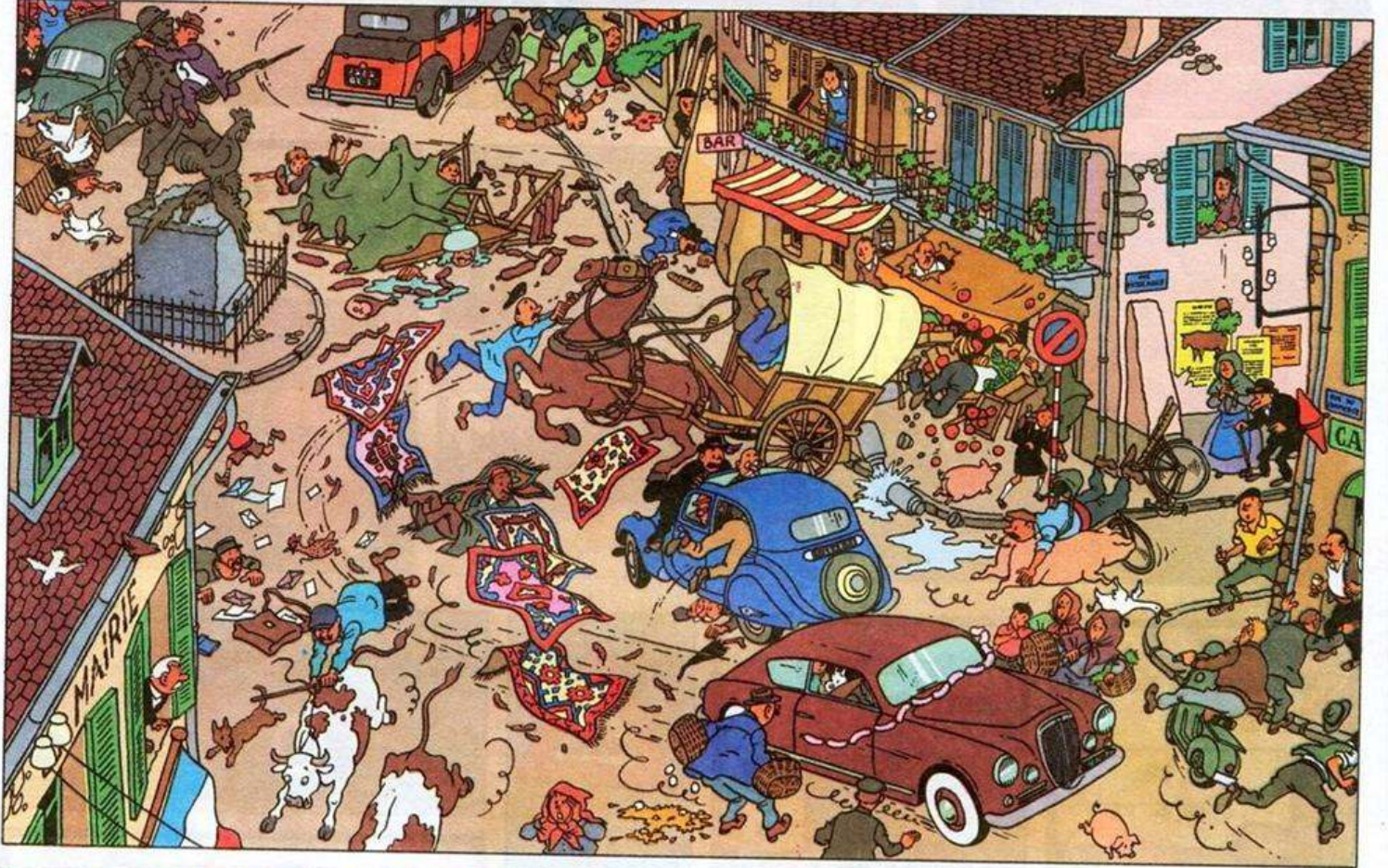
বাবা রে, এর হাতেই না মারা পড়ি !
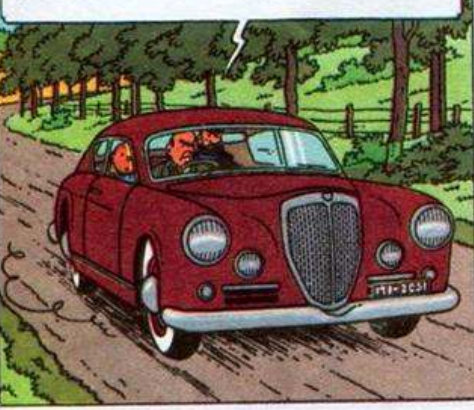
ওই সেই গাড়ি !
এবারে ওদের ধরব !

লেভেল ক্রসিংয়ের গেট
যে বন্ধ হচ্ছে !

ঝড়াং
ঝড়াং
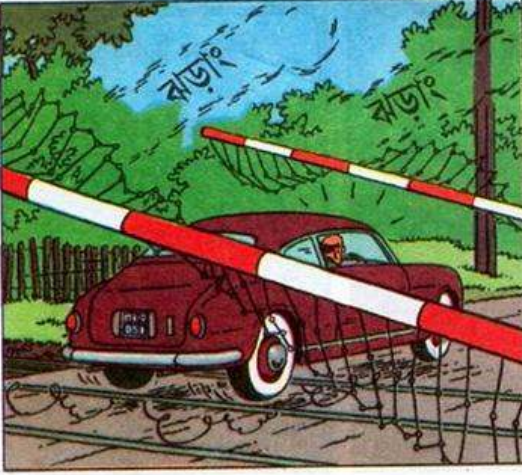
এবারে আমার
হার্ট-অ্যাটাক হবে !

ওভারটেক করে আটকে দিয়েছি !

এই আমি ব্রেক কষলুম !
ক্যালকুলাসকে তো দেখছি না...

কী ব্যাপার ? গাড়ি আটকে দিলেন
কেন ? কী চান ?

ক্যালকুলাসকে
চাই ! কোথায়
তিনি ?
ক্যালকুলাস ? কে তিনি ?
কোথায় থাকেন ?

ন্যাকা সাজবেন না ! কোথায় তিনি বলুন !
ভদ্রভাবে কথা বলুন । আমার
গাড়িতে শুধু ড্রাইভার আর
আমিই আছি ।

বুটটা দেখব ।
দেখাতে আমি বাধ্য নই ।
তবু দেখাচ্ছি ।
আসুন, দেখুন !

কী, যাকে চান, তাকে ওখানে পেলেন ?

তল্লাশি শেষ হয়েছে তো ? নাকি টায়ারগুলোও খুলে দেখবেন ? নিন, পথ ছাড়ুন ।
মানে...
কিন্তু...

ছিছি, মিথ্যে কথা বলে আমাকে এইভাবে দৌড় করালেন ? আর আমার গাড়িতে আপনাদের নিচ্ছি না । যেখানে যাবার, পয়দল চলে যান ।
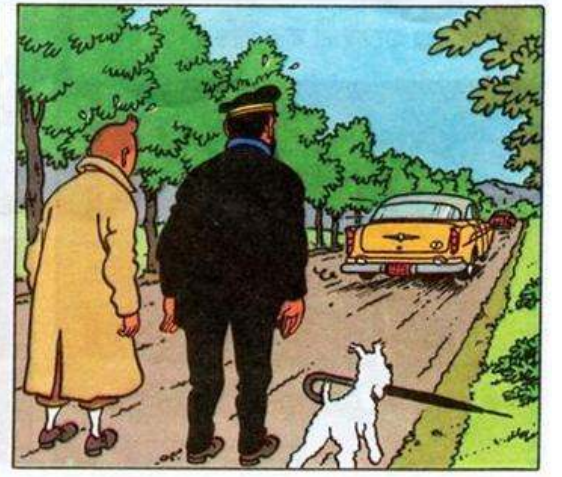
কী ব্যাপার বলো তো ? আমরা কি তবে ভুল-গাড়ির পিছু নিয়েছিলুম ?

যাচ্চলে ?
কী হল আবার ?

বাবা রে !

পিছনের সিটের তলায় !
অ্যাঁ ! সে কী !

পিছনের সিটের তলায় ক্যালকুলাসকে লুকিয়ে রেখেছিল । আমরা বুঝতে পারিনি ।

এখন আশ্রয় পাই কোথায় ?

এরোপ্লেন ? মনে হয় নামছে ! সত্যি তাই !

কাছেই কোথাও বিমানবন্দর আছে । দেখা যাক ।

কিন্তু প্লেনটা তো মাঠের মধ্যে নামল !

আরে, দেখেছ ?
সেই গাড়িটা !

গাড়ি থেকে ক্যালকুলাসকে ওই প্লেনে তুলবে !
আরে, বিচ্ছু দুটো দেখছি পিছু ছাড়েনি !
তাড়াতাড়ি প্লেনে উঠে পড়ো সবাই !
চালাও, বোল্ডফ !
SY-ONF
তাড়াতাড়ি করো !
SY-ONF
তাড়াতাড়ি ! আরও তাড়াতাড়ি !
SY-ONF
উঃ, বাঁচলুম !
SY-ONF
আর ভয় নেই ! প্লেন উড়েছে !
ভৌ ভৌ !
ভৌঔঔ !
বাবা রে !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
?

বাঁচাও !
ক্যাপ্টেন !
কাঁটাতারে আটকে গেছি !
মিনিট কয়েক বাদে...
পিছনের সিটের তলা ফাঁকা ! এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল !
প্লেনটা সিলডাভিয়ার । এক্ষুনি জেনেভায় ফিরে সিলডাভিয়ার প্লেন ধরতে হবে !
ঠিক !
পরদিন সকালে...জেনেভায়...
তুমি টিকিট কাটো, আমি কাগজ কিনি । তা ছাড়া বাড়িতে একটা ফোন করতে হবে...
ক্লোর টিকিট ? দুটো ? এক্ষুনি দিচ্ছি । প্লেন দু'ঘণ্টা বাদে ।
Swissair
JOURNAL DE GENEVE
আরে, এ কী !
JOURNAL DE GENEVE
অবিশ্বাস্য ! অদ্ভুত ! সবই উল্টে গেল !
মুদ্রা বিনিময়
!
?
ওরে হঠকারী হনুমান ! ওরে অবিমৃশ্যকারী অলম্বুষ ! ফের যদি চালাকি করিস তো ঘাড় মটকে দেব !
তোদের ওপরে নজর রাখছি !
ভাল দেখার জন্য চাই ভাল চশমা

বর্ডুরিয়া-সিলডাভিয়া সংঘর্ষ
বর্ডুরিয়ার জঙ্গি-বিমান সিলডাভিয়ার বিমানকে মাটিতে নামতে বাধ্য করেছে

"আকাশ-সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে"

জোহোদে আজ সন্ধ্যায় বিমান-মন্ত্রকের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সিলডাভিয়ার একটি বিমান আমাদের

"অন্যায়ভাবে আমরা আক্রান্ত"

ক্লো থেকে সিলডাভিয়ার বিদেশ মন্ত্রক আজ জানায় যে, অন্যায়ভাবে তাদের বিমানকে তাড়া করা হয়েছিল।

প্রোফেসরের ল্যাবরেটরি একেবারে সাফ করে দিয়েছে...সমস্ত যন্ত্রপাতি...হ্যাঁ, সার, কাল রাত্তিরে ...হ্যাঁ, সকালে পুলিশ এসেছিল ।
চুরির কোনও সূত্র কি পুলিশ খুঁজে পেয়েছে... নেস্টর...নেস্টর !
আরে, আমি জয়লন । অত চেঁচাচ্ছ কেন ? আমার আনাতোল-খুড়ো কী বলতেন জানো ? ...আরে শোনোই না !
চোপরাও ! লাইনটা এক্ষুনি নেস্টরকে দাও ! যত্ত সব !
আর হ্যাঁ, এবারে ফিরে এসেই সবকিছু বিমা করিয়ে নাও !
লাইনটা নেস্টরকে দেবে কি দেবে না ?
যাঃ, কেটে গেল !
আবার কী হল ?
সর্বনাশ হয়েছে ! ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরির সবকিছু চুরি হয়ে গেছে !
আর এই দুটো জাম্বুবান যে সেই চোরেদের শাকরেদ, তাতে আমার সন্দেহ নেই ।
লোক দুটো গেল কোথায় ?
স্যার, স্যার... একবার শুনুন !
দুটো সিট পাওয়া গেছে । কোচ কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হবে ।
ধন্যবাদ ।
খানিক বাদে...
HOTEL BEAUJOLAIS
CAFE DES CHEMINS DE FER
SWISSAIR
আমাদের সিট ওদের ছেড়ে দিলুম । হাহা !
চটপট উঠুন ।
SSAIR
ZOHOD
!

চালাও ফ্রাঁসোয়া !

ক্যালকুলাসের ছাতাটা নিয়ে আসতে গিয়েছিল !

কিন্তু এ তো তাঁর ছাতা নয় ! কার ছাতা নিয়ে এলি ?

যার ছাতা, সে আসছে ; দাও তো ওটা !

এই নিন আপনার ছাতা !

আরে, নাকে এটা কী ?

স্টিকিং প্লাস্টার !

যাচ্ছে না তো !

আরে, এ কী...

যন্তন্না !

!

?

আপনার টুপিতে কী যেন পড়ল !

স্টিকিং প্লাস্টার !

এটা এল কোত্থেকে ?

যাচ্ছলে...

কী গেরো !

যাঃ ! যাঃ !

গেছে !

আপদ বিদায় !

কোয়াংত্র্যাঁ বিমানবন্দর, দুপুর ১-৪০
জোহোদে গিয়ে ক্যালকুলাসের দেখা পেলে হয় !
আরে, এ কী আপদ !
আবার সেই স্টিকিং প্লাস্টার ! এল কী করে ? ম্যাজিক নাকি ?
ওদিকে...জেনেভায়...
হ্যালো অপারেটর...জোহোদের লাইন চাই...কী, দেরি হবে ?...জরুরি দরকার ! চেষ্টা করুন !
হ্যালো...হ্যালো ...আরে দূর, আমি তো ঠিকই শুনছি...
বিকেল ২.১৭
বিকেল ২.৩৫
হ্যালো...হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি... অ্যাঁ, কী বললে ...হ্যাঁ, স্যংকফ, বলে যাও...
বিকেল ২.৫২
বিকেল ৩.০৩
হ্যালো...হ্যালো... ধুত...কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না !
বিকেল ৩.৪৮
হ্যাঁ, হ্যাডক । লোকটার দাড়ি আছে ।... কী, গাড়ি ? ...না না, দাড়ি । যা গালে থাকে !
বিকেল ৪.৩০
জোহোদ
বুঝেছি । টিনটিন আর হ্যাডক । উঃ, কী ফোন রে বাবা ! ...হ্যাঁ, এক্ষুনি এয়ারপোর্টকে জানাচ্ছি ।
SZOHO
TZHÖL - DOUANE - CUS
এয়ারপোর্ট-পুলিশ কথা বলছি...হ্যাঁ সার, বলুন... হ্যাঁ, প্লেন এসেছে, নজর রাখছি ।
AMAIH

যাক, কেউ
কিচ্ছু জানে না ।

থামুন !
?
!

আপনারা হ্যাডক আর টিনটিন ? আমাদের অফিসার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন ।
কে আপনার অফিসার ?

ক্যাপ্টেন, সেই স্টিকারটা !

মিনিট কয়েক বাদে...
আসুন, আসুন, চন্দ্রাভিযানের নায়কদের দেখে বর্ডুরিয়ার পুলিশ ধন্য ।

মিঃ টিনটিন, আমাদের আনন্দের শেষ নেই ।
আমরাও আনন্দিত ।

আমরা বর্ডুরিয়ার লোকরা আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি ।

আরে, এটা কী ?

যা বলছিলুম...সব সময়ে আমাদের দুজন লোক আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে । যেখানে যেতে চান, তারাই নিয়ে যাবে ।

এই এরাই আপনাদের সঙ্গে থাকবে । এদের নাম ক্রনিক আর ক্লামজি । আপাতত এদের সঙ্গে হোটেলে চলে যান । ঘর ঠিক করে রেখেছি ।
ধন্যবাদ ।

দশ মিনিট বাদে
মোড় ঘুরলেই আপনাদের হোটেল ।

HOTEL ZSNÖR
আসুন ।

ঘর বুক করে রেখেছি ।

হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন । এরা আগেই খবর পেয়ে গেছে । চোখ-কান খোলা রেখো ।

ওরে বাবা ! লুকোও !

বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়োর !!!
উনি হচ্ছেন বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়োর ! মস্ত গায়িকা ! আপনারা যদি চান, তো এখানকার অপেরায় একদিন ওঁর গান শুনতে যেতে পারি ।
হুম !
এই নিন ঘরের চাবি ।
আশা করি আপনাদের অসুবিধে হবে না ।
আপনার ঘরটা ওদিকে । পাশাপাশি পাওয়া গেল না ।
ঘণ্টাখানেক বাদে এসে আপনাদের ডিনারে নিয়ে যাব । তার আগে যদি দরকার হয়, ডাকবেন, আমরা কাছেই রইলুম ।
ধন্যবাদ ।
ওরে কুট্টুস, আমরা এদের নজরবন্দি !
অ্যাঁ, সে কী !
রিরিরিং... রিরিরিং
কে ?...ক্যাপ্টেন ? কী খবর ?
প্রথম সুযোগেই এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে !
না না, তুমি এখানকার পোকাগুলোর কথা বলছ তো ? এরা কামড়ায় না !
পোকা ? তার মানে ? আমি বলছি ওই... হ্যাল্লো ! হ্যাল্লো !
ধুত, টেলিফোনে যে আড়ি পাতা হচ্ছে, ক্যাপ্টেনকে তা বোঝাই কী করে ?
ক্লিক
রিরিরিং... রিরিরিং
হ্যাল্লো... হ্যাঁ, লাইন কেটে গিয়েছিল ! পোকা নিয়ে অত ভেবো না !
আর তা ছাড়া, কত যত্নে আমাদের রেখেছেন এঁরা । কত খাতির করছেন । এঁরা অতি ভদ্র, সজ্জন । এদের ছেড়ে চলে যাবার কথাই ওঠে না ।
দ্যাখো, টিনটিন, এ-সব কথার মানে কী...
সব রেকর্ড করে রাখছি !
তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না টিনটিন !

(এর পর ৪৭ পাতায়)

(২৬ পাতার পর)

এই রে, আবার সেই স্টিকারটা এসে জুটেছে !

ও হ্যাঁ, মনে রেখো, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ডিনার খেতে নামব !

এক ঘণ্টা বাদে...
ক্যাপ্টেন, এঁদের সম্মানে এক বোতল শ্যাম্পেন খোলা যাক !
এঁদের সম্মানে ! বলছ কী !

উঃ !

আহা রে, ক্যাপ্টেনের বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে !

বর্ডুরিয়ার শাসক মার্শাল কুর্ভিটাশের জয় হোক !
জয় হোক !
জয় হোক !

এক ঘণ্টা বাদে...
বাবা রে, চার-নম্বর বোতল খোলা হল !

কী ভাবছ, বেহুঁশ হয়ে আমি ক্যালকুলাসের পাত্তা বলে দেব ? হাহা, আমি অত বোকা নই !
তা কেন ভাবব ?

আর তা ছাড়া, ক্যালকুলাস যে কোথায়, পুলিশের বড়কর্তা স্পঞ্জ ছাড়া আর কেউ তা জানে না !
আরে, ও-সব কথা ছাড়ো, এখন ঘুম পাচ্ছে !

আমাদের ঘরে নিয়ে চলো !
যাচ্ছি তো

আমি এখানেই থাকব।
তা বেশ তো।

আমার চাবি তোমার ঘরে।
আমারটা তোমার ঘরে।

ঠক
ঠক
ঠক
ঠক

সব্বাইকে না জাগিয়ে দেয় !
দাঁড়াও,
দরজা খুলি...
দমাস
সে কী, এখনও ঘুমোওনি । আমি এলুম
ক্যাপ্টেনের টুপি ফেরত দিতে । এবারে
আমি করিডরে শুয়ে ঘুমোব ।
112
দুম
এসো ক্যাপ্টেন...
ওরে বাবা !
?
শিগগির লুকোও !
যাচ্ছেতাই কাণ্ড ! সবাই বেহুঁশ !
সমস্ত পথ বন্ধ !
চলে গেছে !
শুনলে !
পালাবার পথ এদিকে
থাকতে পারে...
ফায়ার এস্কেপ !
ওরে বাবা !
এদিকেও পাহারা !
দাঁড়াও, একটা
উপায় ঠাউরেছি !
হুঁশিয়ার, ক্যাপ্টেন ! এইবার !
HOTEL ZSNÔRR
ZSERVIZ
দুম

চটপট সরে পড়া যাক !
বাল্‌ব ! কে ফাটাল !
ওই !
থামো !
রাস্তা পেরোও !
ইতিমধ্যে...
আমরা হাইকমাণ্ডের সদস্যরা আজ এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শুনবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি।
এই আবিষ্কার আমাদেরই বিজ্ঞানীদের !
হাইড্রোজেন বোমা এর কাছে তুচ্ছ । এমন অস্ত্র এখন আমাদের হাতে, যার সাহায্যে আমরা বিশ্বজয়ী হব । প্রমাণ চান ? তা হলে তাকান ওই পর্দার দিকে...
কী দেখছেন ? অতলান্তিকের ও-পারের একটি শহর । তাই না ?
এবারে দেখুন, বোতাম টিপলে ওই বিখ্যাত শহরের অবস্থাটা কী হয়...
টিপলুম !
দেখুন, ওখানকার আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলি ধসে পড়ছে !
বাস্‌, ধ্বংস হয়ে গেল ওই বিখ্যাত শহর !

আশ্চর্য !
অদ্ভুত !
শাবাশ !

এখুনি অত উৎফুল্ল হবেন না । দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, কেননা, পর্দায় আপনারা যা দেখলেন, আসলে তা...

ওই শহরের একটা মডেল মাত্র । কাচ আর চিনামাটি দিয়ে তৈরি । কিন্তু অস্ত্র যখন সত্যি তৈরি হবে, আসল শহরও তখন আমরা অক্লেশে ধ্বংস করব ।

এই যন্ত্র দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে কাঁচ আর চিনামাটির জিনিস ধ্বংস করা যায় । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমরা...

লোহা ইস্পাত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সবকিছুই ধ্বংস করতে পারব । বন্ধুরা, জেনে রাখুন, সে-দিন আর দূরবর্তী নয় । আমাদের হাতে সেই অস্ত্র দেখে...

বর্ডুরিয়ার শত্রুরা তখন ভয়ে কাঁপবে !
কর্নেল, আপনার ফোন...

কর্নেল স্পঞ্জ বলছি...কী, ওরা পালিয়েছে ? ... অসম্ভব !

অপেরার দিকে গিয়েছে ?... এলাকাটা ঘিরে রেখেছ ?... ঠিক আছে, এখানকার কাজ শেষ করেই আমি ওদিকে যাচ্ছি ।

এক ঘণ্টা বাদে... জোহোদ অপেরায়...
ক্যাপ্টেন !... ওঠো ! এখন ইন্টারভ্যাল ! ...ক্যাপ্টেন !...

এটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ! ভিড়ের মধ্যেই...

সবচেয়ে নির্ভয়ে লুকিয়ে থাকা যায় !

আরে, পুলিশের বড়কর্তা !
কর্নেল স্পঞ্জ !
এই স্পঞ্জের ওপরেই নির্ভর করছে ক্যালকুলাসের ভাগ্য !
রি রি রি রি রি রি রি রিং
ইন্টারভ্যাল শেষ ! পালাব ?
না । শো শেষ হলে ভিড়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব ।
এক ঘণ্টা বাদে...
গেটে পুলিশ গিজগিজ করছে । স্টেজের দিক দিয়ে বেরোনো যাক ।
কে ? টিনটিন না ?
আরে, কদ্দিন বাদে দেখা হল !
আমার গান শুনতে এত দূরে এসেছ ? তা উনি কে ?
আ-আমি হোড্যাক ! না না, হ্যাডক !
তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ? আমার ড্রেসিং রুমে এসো ।
ওঃ, হাততালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে ! বোঝাই যাচ্ছে, আমার গান শুনে ওরা আনন্দে আত্মহারা ! তাই না মিঃ হোড্যাক ?
হ্যাডক !
ঠক্ ঠক ঠক্
আবার কেউ অভিনন্দন জানাতে আসছে !
কর্নেল স্পঞ্জ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান !
পুলিশের বড়কর্তা ? ...নিয়ে এসো ।
? ?

এক মিনিট,... পরে সব বুঝিয়ে বলব... স্পঞ্জ যেন এখানে আমাদের দেখতে না পায় !
বটে ? হুম্ !

যাও, ওয়ারড্রোবের মধ্যে লুকিয়ে থাকো !

এবারে নিয়ে এসো ওঁকে !

আপনার মতো গায়িকার সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি ধন্য...
কী যে বলেন !

দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন ।

ধন্যবাদ, ম্যাডাম...

আরে, কীসের ওপরে বসলুম ! একটা টুপি !
বাবা রে, আমার টুপি
!

ও হ্যাঁ, টুপিটা হচ্ছে আমাদেরই দলের একজনের । সে-লোকটা গান গায় । নিন, কোট খুলে আরাম করে বসুন ।

বসছি, ম্যাডাম ।
ইর্মা, কোটটা তুলে রাখো ।

এবারে একটু খানাপিনার ব্যবস্থা করো ইর্মা । কর্নেলের অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি না হয় ।
হে হে, কী যে বলেন !

শ্যাম্পেনের বোতলটা আপনিই খুলুন, কর্নেল !
নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

ঠক ঠক ঠক
আসুন !

ক্ষমা করুন কর্নেল, সেই দুই বিদেশির খোঁজে আমরা এখানে এসেছি...
বটে ?

এখানে তাদের খোঁজ কীভাবে পাবে ? যাও, বেরোও, দূর হও ! এক্ষুনি আমি রাগে ফেটে পড়ব !

ফট

ওরা আসলে দুই গুপ্তচরকে খুঁজছে !
গুপ্তচর ? বলেন কী কর্নেল ?
ব্যাটা মিথ্যুক !

আসলে কী জানেন, বিদেশি এক বিজ্ঞানীকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানাই । তিনি এক দারুণ অস্ত্র উদ্‌ভাবন করেছেন । সেটা পেলে আমরা বিশ্বজয় করব ।
বটে ?

হ্যাঁ, কিন্তু এই বিজ্ঞানী তাঁর অস্ত্রটাকে যুদ্ধে লাগাতে দিতে চান না । বুঝুন ব্যাপার !
অর্থাৎ বোকা বিজ্ঞানী !

ভীষণ বোকা ! আমরা তাই তাঁকে বাখিন দুর্গে বন্দি করে রেখেছি । নকশাটা দিলে তবে তাঁকে ছাড়ব !
না দিয়ে যাবে কোথায় !

বলেছি তো, দিলে তবেই ছাড়ব ! ছেড়ে দেবার অর্ডারটা আমার কোটের পকেটেই রয়েছে !
কিন্তু দেশে ফিরে লোকটা যদি সব কথা ফাঁস করে দেয় ?

তাও ভেবে রেখেছি । ছেড়ে দেব রেড ক্রসের দুজন লোকের হাতে । তাদের সামনে বিজ্ঞানীকে বলতে হবে যে, স্বেচ্ছায় তিনি এখানে এসে নকশাটা আমাদের দিয়েছেন । রেড ক্রসের লোকেদের জন্য দুটো পাসও আমার পকেটে রয়েছে ।
শাবাশ কর্নেল ।

এবারে ছোট্ট একটা অনুরোধ । আজ রাত্তিরে আমার স্ত্রী একটা পার্টি দিচ্ছেন । সেখানে গান গাইতে হবে আপনাকে ।
নিশ্চয় ।... ইর্মা, কর্নেল আর আমার কোট দাও ।
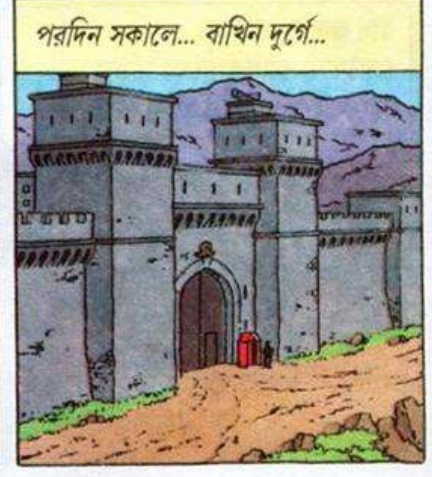
পরদিন সকালে... বাখিন দুর্গে...

হুম, বিজ্ঞানীকে নিয়ে যেতে এসেছেন আপনারা । কাগজপত্র দেখছি ঠিকই আছে । তবু...

একবার চেক করে দেখি । সাবধানের মার নেই ।
নিশ্চয় ।
নি-নিশ্চয়

হ্যালো...বাখিন দুর্গ থেকে বলছি...কর্নেল স্পঞ্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।

কর্নেল এখনও দফতরে আসেননি ? আপনি তাঁর সেক্রেটারি ? ...ঠিক আছে, আপনাকে দিয়েই হবে ।

রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা পাস নিয়ে ওখানে গেছেন তো ? ঠিকই আছে । ... হ্যাঁ, বিজ্ঞানীকে ওঁদের হাতেই ছেড়ে দিন ।

ঠিক আছে । এবারে তা হলে প্রোফেসর ক্যালকুলাসকে নিয়ে আসি

এক মুহূর্ত বাদে...
পম্ পম্ পপম্ পম্, পম্ পম্ পম্ !
কর্তার মেজাজ বেশ ভালই মনে হচ্ছে !

খবর কী ? ক্যালকুলাসের বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া গেল ?
না, কর্নেল ।

কোথায় যে লোক দুটো গা-ঢাকা দিয়ে রইল ! আর-কোনও খবর আছে ?
ও হ্যাঁ, বাখিন দুর্গ থেকে...

মেজর কার্ডুক ফোন করেছিলেন ।
কী বলল কার্ডুক ?

উনি জানতে চাইলেন, প্রোফেসর ক্যালকুলাসের মুক্তির আদেশপত্রে আপনার সইটা খাঁটি তো ?
একশোবার খাঁটি ! হাজারবার খাঁটি !

আজ্ঞে, আমিও ওঁকে তাই বললুম !

অ্যাঁ, তুমি তাই বললে ?
আজ্ঞে হ্যাঁ, বললুম !

?

!

সর্বনাশ ! কে সেই আদেশপত্র চুরি করলে ?

রিরিরিরিরিং

হ্যাঁ, আমি । ... কী ? ... সর্বনাশ, ওঁরা তো বেরিয়ে গেলেন !
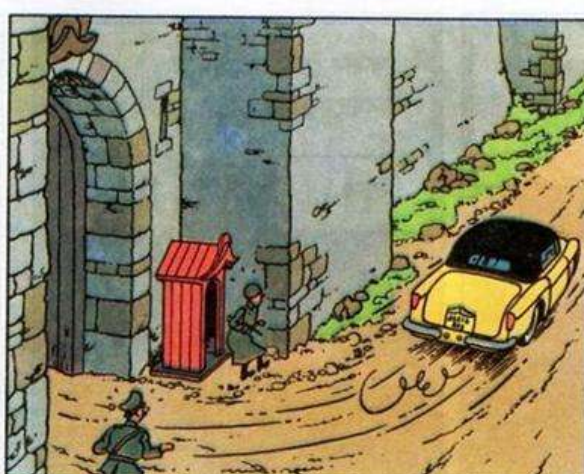
বেরিয়ে গেলেন ? ... আটকাও ! নইলে তোমাকেই ফাঁসিকাঠে ঝোলাব ।

হ্যাঁ, আমি হ্যাডক, আর গাড়ি চালাচ্ছে টিনটিন ।
কর্নেল স্পঞ্জের কোটের পকেট থেকে আপনার মুক্তিপত্র আমরা চুরি করেছি । তারপর ছদ্মবেশে এই এখানে এসে সেই সই-করা কাগজটা দেখিয়ে আপনাকে বার করে আনলুম ।
কিন্তু আমার ছাতাটা...
এখনও সীমান্ত পার হইনি । যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের আটকে দিতে পারে ।
ক্র্যাক
ক্র্যাক
মোটর বাইক ! যা ভেবেছিলুম !
খবর পেয়ে আমাদের তাড়া করেছে !
গাড়ির ওপরের ছাউনির বোতাম খুলে দাও ক্যাপ্টেন !
হুররে !
ওরা ছাউনি-চাপা পড়েছে !
ক্যাপ্টেন, আমার ছাতা কোথায় ?
ধেত্তেরি ! ছাতাই বড় হল ? এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি !
সর্বনাশ, একটা ট্যাঙ্ক দিয়ে পথ আটকে দিয়েছে !
চাকা পিছলে যাচ্ছে !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
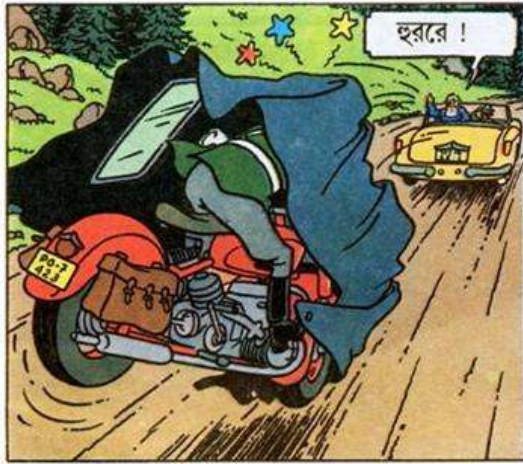
ওদের গাড়ি উল্টে গেছে !
গাড়ির তলায় চিপ্টে গেছে ওরা !
ব্রুউউম
গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে ওদের ট্যাঙ্ক দখল করে নিয়েছি !
প্রোফেসর তো বেহুঁশ হয়ে গেছেন !... টিনটিন, সাবধানে চালাও, আবার না খাদে পড়ি !
চালাচ্ছি তো, কিন্তু...
ট্যাঙ্ক চালাবার অভ্যেস তো নেই ।
এই রে !... পথ আটকেছে !
বেড়া ভেঙে চালিয়ে দিচ্ছি !
কী বললে...ট্যাঙ্ক বেদখল ?... গোলা মেরে উড়িয়ে দাও !
কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে এগোচ্ছি !
ওই আসছে ! কামান দাগো !
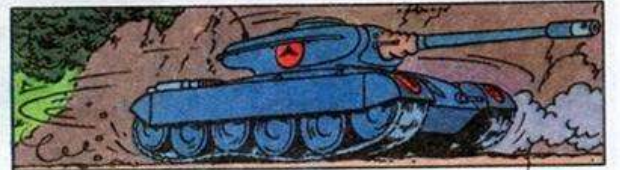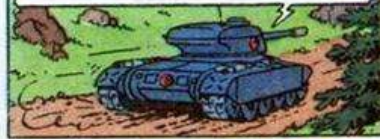
বুম
ধুত ! বাজে কামান !
ক্যালকুলাসের জ্ঞান ফিরেছে ! হুররে ! দেখি কী বলেন !
উঃ !
আমার ছাতাটা কোথায় ?
এখন কি ছাতা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ?
ছাতা নামাবার ? কোথায় ছাতা ? হারাওনি তো ?
হ্যাঁ হারিয়েছি ! জেনেভায় !
বাঁচালে ! ভাগ্যিস হারাওনি ! ওরই মধ্যে আছে নকশা !
কীসের
বিষের ? না না, বিষ নয়, আমার সেই বিধ্বংসী যন্ত্রের নকশাটাকে আমি ছাতার বাঁটে লুকিয়ে রেখেছিলুম ! ভাগ্যিস হারাওনি !
অ্যাঁ !
রাস্তার ওপরে ওগুলি কী ?
মাইন !
সর্বনাশ ! ট্যাঙ্ক এক্ষুনি উড়ে যাবে ! বাঁচাও !
মাইন ফাটল না ? আমাদের ঠকিয়েছে !
বাজে কথা বোলো না মাইন হলে ফেটে যেত ! আর হ্যাঁ, আমার সিটের তলায় এক বস্তা এই জিনিস রয়েছে !
অ্যাঁ
এর নাম থাণ্ডারফ্ল্যাশ ! আগুন লাগলে দারুণ শব্দ করে ফাটে !
সীমান্তে এসে গেছি !
TZHÔL
ওরে বাপ ! এখানেও বেড়া ! সর্বনাশ !

পার হওয়া অসম্ভব !
কী করব এখন ?
বাড়ি ভেঙে বেরিয়ে যাও !
TZHÔL
HÔL
বেঁচে গেছি !
বাপ্‌স !
তা হলে এবারে
আরাম করে
পাইপ ধরানো
যাক !
আর কোনও বিপদের ভয় নেই !
বুম
ওদিক থেকে পালিয়ে আসছে !
কিন্তু ট্যাঙ্কে আগুন ধরে
গেছে যে !
থাণ্ডারফ্ল্যাশের কথা ভুলে
গিয়েছিলুম ! নইলে কি
আর পাইপ ধরাই !
দুদিন বাদে...জেনেভায়...
ছাতা ? কীরকম ছাতা ?
হারানো
মালপত্র
দুম
ঝন
ঝনাত
দড়াম
কুট্টুস ! এই
যে আমি !
ছাতা ! আমার
ছাতা ! শেষ
পর্যন্ত ফিরে
পেয়েছি !
এবারে দ্যাখো, বাঁট ধরে
ঘোরালুম, বাঁট খুললুম,
এবারে...
আরে, নকশাটা কোথায় গেল ?

এ আমি ভাবতেও পারছি না !
তা হলে ভাববেন না । নকশা চুলোয় যাক্, প্রাণে বেঁচেছেন, এই যথেষ্ট !
দুদিন বাদে...মার্লিনস্পাইকে...
ওঃ বাড়িতে না-ফিরলে কি শান্তি মেলে ?
আরে, কী হচ্ছে এখানে ?
বাবা, বাবা !...একটা ধেড়ে লোক আমার খেলনা ভেঙে দিল !
আরে এসো এসো, ক্যাপ্টেন এসো, তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি ।
চালাকি পেয়েছ ? আমার বাড়িতে কী করছ তোমরা ?
আরে, তোমার বাড়ি তো আমারও বাড়ি । তুমি নেই শুনে...
নিজেকে বললুম, জয়লন, যাও, বন্ধুর বাড়িতে কটা দিন ছুটি কাটিয়ে এসো ।
সব্বাই এসেছি ।
দেখে যাও সব্বাই !
ক্যালকুলাস ! কী হল, কে জানে !

নকশার মাইক্রোফিল্ম এখানেই রেখে গিয়েছিলুম ! সত্যি, কী যে ভুলো মন আমার !

বাঃ বাঃ ! বর্ড়রিয়ানরা ওই নকশা তা হলে পাচ্ছে না !
খাচ্ছে না ? কে ?

যাই বলো, বর্ড়রিয়ানরা বিলকুল জব্দ হয়ে গেল !

নকশা ছাড়া কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না । এবারে এই ফিল্মটাকে আমি পুড়িয়ে ফেলব !

তোমার পাইপের আগুনেই পোড়াব !

ওরে বাবা ! জ্বলে গেলুম !
ঠিক বুঝতে পারিনি !

বুঝতে পারেননি ? বাজে কথা ! স্লাই ফক্স !
চিকেন পক্স ?

চিকেন পক্স ! ছোঁয়াচে অসুখ !

এই যে, আপনার ল্যাবরেটরিটা কবে বিমা করাচ্ছেন ?
হ্যাঁ, ভালই আছি । তবে কিনা...

ক্যাপ্টেনের চিকেন-পক্স হয়েছে !
চিকেন-পক্স ? বাঃ বাঃ !

চিকেন-পক্স ! ক্যাপ্টেন তা হলে মুর্গির ঘরে থাকুক ! হাঃ হাঃ !

কিন্তু...কিন্তু... চিকেন-পক্স তো ভীষণ ছোঁয়াচে... সর্বনাশ !

HERGÉ

সমাপ্ত